চাণক্যশ্লোক।

পরিশুদ্ধ মূল, অনুবাদ ও ব্যাখ্যার
সহিত।

বঙ্গদেশীয় পাঠশালার জন্য

অভিনব সংস্করণ

শ্রীতারাকুমার-কবিরত্ন-সম্পাদিত।

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্টবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥"

কলিকাতা।

১২৯, ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড, বানর্জি যন্ত্রে, জে, এন্,
বানার্জি এণ্ড সন্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সংবৎ ১৯৪৫।

[৵৫ পাঁচ পয়সা মাত্র।] [ডাকমাশুল ১০ আনা।]

820

8270

চাণক্যশ্লোক

পরিশুদ্ধ মূল, অনুবাদ ও ব্যাখ্যার
সহিত।

বঙ্গদেশীয় পাঠশালার জন্য

অভিনব সংস্করণ

শ্রীতারাকুমার-কবিরত্ন-সম্পাদিত।

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥"

কলিকাতা।

১৯, ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড, বানার্জি যন্ত্রে, জে, এন্, বানার্জি এণ্ড সন্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সংবৎ ১৯৪৫।

ভূমিকা।

চাণক্য ভারতবর্ষের প্রাচীন ও প্রধান নীতি-শাস্ত্রকার। প্রাচীনতম ঋষিগণের পর ভারতবর্ষে যে সকল নীতিশাস্ত্রকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে সকলের প্রথমেই চাণক্যের নাম-নির্দ্দেশ বোধ হয় অসঙ্গত নহে। তিনি খৃষ্ট-শকের ৩১৯ বৎসর পূর্ব্বে, চন্দ্রগুপ্তকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। অতএব, অন্যূন ২২ শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

চাণক্য ছয় সহস্র শ্লোকে নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। 'বৃদ্ধ-চাণক্য' ও 'লঘুচাণক্য' নামে যে দুই গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহা সেই চাণক্যপ্রণীত নীতিশাস্ত্রের সারসঙ্কলনমাত্র। বহু-কালাবধি 'লঘুচাণক্য' এদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, এবং অদ্যাপি উহা বঙ্গের অধিকাংশ পাঠশালায় সাদরে শিক্ষিত হইয়া থাকে। 'মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্টবৎ'— এরূপ এক একটি শ্লোক যে মানবজীবনের উচ্চতম আদর্শ, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এইজন্যই 'চাণক্যশ্লোক' এদেশে মাতৃস্তন্যের সঙ্গেই গৃহীত হইত। কিন্তু কয়েকটি কারণে এক্ষণে লঘুচাণক্যের একখানি অভিনব সংস্করণের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। প্রথমতঃ, ভূরি ভূরি লিপিকর-প্রমাদে উহা এরূপ বিকৃত হইয়াছে, যে, প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, উহাতে এরূপ কতকগুলি শ্লোক আছে, যে, তাহা এক্ষণকার বালকবালিকাগণের শিক্ষণীয় নহে। আমি এই সকল দোষের পরিহারবাসনায়, লঘুচাণক্যের এই অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। প্রত্যেক শ্লোকের যথোচিত মূলানুসন্ধানপূর্ব্বক যাহা প্রশস্ত পাঠ বলিয়া বোধ

হইল, তাহাই মূলে সন্নিবেশ করিলাম, এবং বর্জ্জনীয় শ্লোকগুলি পরিহারপূর্ব্বক, তৎপরিবর্ত্তে সর্ব্ববাদিসম্মত সার সার নীতিগুলি 'বৃহৎ চাণক্য' হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম (১)। মূলের প্রতিমূর্ত্তি যাহাতে অনুবাদে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়, আমি সে বিষয়ে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করি নাই। সর্ব্বসাধারণের সম্পূর্ণ সুগম করিবার জন্য যে যে স্থানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন বুঝিয়াছি, অতি সরল ভাষায় সেই সেই স্থানের ব্যাখ্যা অনুবাদের নিম্নে প্রদান করিয়াছি।

আমার অগ্রজাধিক ভক্তিভাজন পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ঘোষাল মহাশয় চাণক্যের এই অভিনব-সংস্করণকার্য্যে আমাকে যথোচিত সৎপরামর্শ, সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে চাণক্যের এই অভিনব সংস্করণ সম্পাদিত হইল। আমি সেই অনর্ঘ্যস্বভাব আর্য্যের শ্রীচরণে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র দত্ত, আমার এই দুই চিরবন্ধুর নিকটও আমি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি।

কলিকাতা।
১লা চৈত্র। ১২৯৫ সাল।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

---

(১) বর্জ্জিত শ্লোকের সংখ্যা ;—৭, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১, ৩৭, ৩৯, ৪৩, ৪৬, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৬, ৮৭, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮। ১০৭নং শ্লোক, ১০৮নং শ্লোকের পরিবর্ত্তে প্রদত্ত হইল।

চাণক্যশ্লোক।



বিদ্বত্ত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥ ১ ॥

বিদ্যা আর রাজপদ এ দুই বিষয়,
কখনই এ জগতে তুল্যমূল্য নয় ;
কেবল আপন দেশে রাজা পূজা পায়,
বিদ্বান্ পূজিত হয় যথায় তথায় *। ১।

পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাশ্চ কেবলাঃ।
তস্মান্মূর্খসহস্রেভ্যঃ প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

বিদ্বান্ জানিবে সর্ব্বগুণের আধার,
দোষের আধার শুধু, বিদ্যা নাহি যার ;
সে কারণে সহস্র সহস্র মূর্খ হ'তে,
একজন বিদ্যাবান্ শ্রেষ্ঠ এ জগতে। ২।

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্টবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥ ৩ ॥

* 'যথায় তথায়'—অর্থাৎ সকল স্থানে। কি স্বদেশে কি বিদেশে সকল স্থানেই বিদ্বান্ ব্যক্তিকে সকলে সম্মান করে।

পরপত্নী হেরে যেই মাতার সমান,
পরধনে লোষ্টসম সদা যার জ্ঞান * ;
সর্ব্বভূতে আত্মসম হৃদয়ের টান,
তাকেই পণ্ডিত বলি' করিবে সম্মান। ৩।

কিং কুলেন বিশালেন বিদ্যাহীনস্য দেহিনঃ।
অকুলীনোঽপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে ॥ ৪ ॥

উচ্চ বংশে জন্মলাভ করিলে কি হয় ?
বিদ্যাহীন হ'লে লোক কভু পূজ্য নয় ;
হীনের সন্তান যদি লভে শাস্ত্রজ্ঞান,
দেবতাগণেও তারে করেন সম্মান। ৪।

রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধাইব কিংশুকাঃ ॥ ৫ ॥

হ'লেও সুরূপ, যুবা, পরম কুলীন,
তবু নাহি শোভে, যদি হয় বিদ্যাহীন ;
পলাশকুসুম দেখ! দেখিতে সুন্দর,
গন্ধহীন বলি' তারে করে না আদর। ৫।

শর্ব্বরীভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণং পতিঃ।
পৃথিবীভূষণং রাজা বিদ্যা সর্ব্বস্য ভূষণম্ ॥ ৬ ॥

যামিনীর শোভা হয় শশাঙ্ক-কিরণে,
পতির সোহাগে শোভা পায় নারীগণে ;

---

* 'লোষ্টসম'—ঢিল ডেলার মত।

নৃপতির সুশাসনে রাজ্য শোভা পায়,
সকলেই পায় শোভা বিদ্যার প্রভায়। ৬।

কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ভক্তিমান্।
কাণেন চক্ষুষা কিং বা চক্ষুঃ পীড়ৈব কেবলম্ ॥ ৭ ॥

বিদ্যাহীন ভক্তিহীন সে পুত্রে কি ফল?
কাণা চক্ষু থাকা সে ত কষ্টই কেবল। ৭।

বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতান্যপি।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাঃ সহস্রশঃ ॥ ৮ ॥

একমাত্র পুত্র যদি গুণবান্ হয়,
সেও ভাল, শত শত মূর্খ কিছু নয়;
পুঞ্জ পুঞ্জ তারা দেখ! না হরে আঁধার,
এক চন্দ্র আলো করে জগৎ সংসার। ৮।

লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ ॥ ৯ ॥

পঞ্চ বর্ষ সন্তানেরে করিবে লালন,
তার পর দশ বর্ষ করিবে তাড়ন;
ষোড়শ বরষে যবে পড়িবে কুমার,
করিবে তাহার প্রতি মিত্র-ব্যবহার *। ৯।

---

* পুত্রের বয়স ষোল বৎসর হইলে, পিতা তাহাকে আর তাড়ন না করিয়া তাহাকে বন্ধুর ন্যায় কোমলভাবে উপদেশ দিবেন।

লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রং চ শিষ্যং চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ ॥ ১০ ॥

সন্তানে আদর দিলে বহু দোষ হয়,
শাসনে অশেষ গুণ জানিবে নিশ্চয়;
অতএব কিবা পুত্র কিবা ছাত্রগণে,
না দিবে আদর সদা রাখিবে শাসনে। ১০।

একেনাঽপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাস্যতে তদ্ বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা ॥ ১১ ॥

সুবৃক্ষ একটিমাত্র হ'য়ে কুসুমিত,
সৌরভে সমস্ত বন করে আমোদিত;
তেমতি সুপুত্র যদি একটিও রয়,
সমস্ত বংশই তার গুণে ধন্য হয়। ১১।

একেনাঽপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে তদ্ বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা ॥ ১২ ॥

একমাত্র কুবৃক্ষ, কোটরে অগ্নি যার,
সব বন পোড়াইয়া করে ছারখার;
একটিও পুত্র যদি হয় কুলাঙ্গার,
স্বদোষে সমস্ত বংশ করে ছারখার। ১২।

মূর্খোঽপি শোভতে তাবৎ সভায়াং বস্ত্রবেষ্টিতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে ॥ ১৩ ॥

মূর্খও সুসভ্য বেশ করিয়া ধারণ,
গুণীর সভায় শোভে গুণীর মতন;

কিন্তু তার সেই শোভা ততক্ষণ রয়,
যতক্ষণ সভামাঝে কথা নাহি কয়। ১৩।

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।
নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥ ১৪ ॥

বিষেও থাকিলে সুধা করিবে গ্রহণ,
কুস্থান হ'তেও লোক লইবে কাঞ্চন ;
হীনজাতি হইতেও সুবিদ্যা শিখিবে,
কন্যারত্ন হীনবংশ হ'তেও লভিবে *। ১৪।

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুসঙ্কটে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥ ১৫ ॥

উৎসব, ব্যসন কিম্বা দুর্ভিক্ষসময়,
শ্মশান, রাজার দ্বার কিম্বা শত্রুভয় ;
এ সবে সহায় যার যেই জন হয়,
সে তার যথার্থ বন্ধু জানিবে নিশ্চয় †। ১৫।

---

* 'কুস্থান'—অপবিত্র স্থান। 'কাঞ্চন' অর্থাৎ স্বর্ণ যদি মলমূত্রমধ্যেও পড়িয়া থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিবে না। 'কন্যারত্ন'—অর্থাৎ যে কন্যার রূপ গুণ ও চরিত্র অতি পবিত্র, তাহার যদি হীনবংশেও জন্ম হয়, তাহাকে বিবাহ করিতে দোষ নাই।

† 'ব্যসন'—বিপদ, রোগ শোক প্রভৃতি দুর্ঘটনা। 'রাজ-দ্বার'—অর্থাৎ আত্মদুঃখ নিবারণার্থে কেহ রাজার নিকট বা বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে তাহার দুঃখ-নিবারণের সহায়তা করে, সে তাহার প্রকৃত বন্ধু। 'শত্রুভয়'—দস্যু প্রভৃতি শত্রু হইতে যে যাহার ধন প্রাণ রক্ষা করে, সে

পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জ্জয়েদ্‌যত্নতো বন্ধুং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥ ১৬॥

সাক্ষাতে থাকিয়া মুখে কহে প্রিয় ভাষ,
কিন্তু অসাক্ষাতে যেই করে সর্ব্বনাশ ;
ত্যজিবে সেরূপ বন্ধু করিয়া যতন,
মুখে মধু বিষে ভরা কুম্ভের মতন। ১৬।

শ্রূয়তাং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং শ্রুত্বা চ হৃদি ধার্য্যতাম্।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি ন পরেষাং সমাচরেৎ॥ ১৭॥

সকল ধর্ম্মের সার করহ শ্রবণ,
শুনিয়া হৃদয়ে ইহা করহ ধারণ ;
অন্যে যা করিলে নিজ হৃদে পাও দুখ,
পর প্রতি সেই কার্য্যে হইও বিমুখ *। ১৭।

নির্গুণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।
ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চণ্ডালবেশ্মনি॥ ১৮॥

নির্গুণজনেও দয়া সাধুগণ করে ;
চন্দ্র কি দেয় না আলো চণ্ডালের ঘরে ?। ১৮।

তাহার প্রকৃত বন্ধু। 'শ্মশান'—অর্থাৎ কাহারও মৃত্যু হইলে, সেই মৃতের দাহাদি সৎকারবিষয়ে এবং তাহার শোকার্ত্ত পরিবারের সান্ত্বনাবিষয়ে যে সহায় হয়, সে প্রকৃত বন্ধু।

* অন্যে তোমার প্রতি যে ব্যবহার করিলে তুমি নিজে দুঃখ অনুভব কর, সেরূপ অপ্রিয় ব্যবহার কদাচ অন্যের প্রতি করিও না।

বিদ্যা মিত্রং প্রবাসেষু মাতা মিত্রং গৃহেষু চ।
ব্যাধিতস্যৌষধং মিত্রং ধর্ম্মো মিত্রং মৃতস্য চ॥ ১৯॥

মাতাই জানিবে বন্ধু আপন ভবনে,
বিদ্যাই জানিবে বন্ধু বিদেশ-গমনে;
ঔষধ রোগীর বন্ধু রোগ-নিবারণে,
ধর্ম্মই সবার বন্ধু জীবনে মরণে। ১৯।

মুহূর্ত্তমপি জীবেচ্চ নরঃ শুক্লেন কর্ম্মণা।
ন কল্পমপি কষ্টেন লোকদ্বয়বিরোধিনা॥ ২০॥

ইহকাল পরকাল বিনষ্ট করিয়া,
কি ফল যুগান্তকাল জীবন ধরিয়া?
নিরমল পুণ্য কর্ম্ম করিয়া সাধন,
ক্ষণমাত্র বাঁচিলেও সার্থক জীবন। ২০।

ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥ ২১॥

এ জগতে কেহ কারো শত্রু মিত্র নয়;
ব্যবহারে শত্রু মিত্র পরিচয় হয়। ২১।

দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চেন্নৈতদ্ বিশ্বাসকারণম্।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদি তস্য হলাহলম্॥ ২২॥

দুর্জ্জন যদ্যপি অতি প্রিয় কথা কয়,
তার সে কথায় নাহি করিও প্রত্যয়;
জিহ্বার অগ্রেতে তার মধু সদা রয়,
কালকূটে ভরা কিন্তু জানিবে হৃদয়। ২২।

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়াঽলঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥ ২৩ ॥

দুর্জ্জন যদ্যপি হয় বিদ্যায় ভূষিত;
তথাপি বিশ্বাস তারে না হয় উচিত ;
যার শিরে শোভা করে মণি মনোহর,
বিষধর সে ফণী কি নহে ভয়ঙ্কর ? । ২৩ ।

সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ।
মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে ॥ ২৪ ॥

সর্প অতি ক্রূর জাতি, ক্রূর দুষ্ট জন,
সর্প হ'তে দুষ্ট জন অধিক ভীষণ ;
মন্ত্রে বা ঔষধে হয় সর্পের দমন,
দুষ্ট জন কিছুতেই না মানে বারণ। ২৪।

ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাম্ ॥ ২৫ ॥

দুর্জ্জনের সহবাস দূরে পরিহর,
সাধুসঙ্গে চিরদিন সহবাস কর ;
সংসারের অনিত্যতা করহ স্মরণ,
অহোরাত্র পুণ্য কর্ম্ম কর আচরণ *। ২৫।

অহোবত বিচিত্রাণি চরিত্রাণি মহাত্মনাম্।
লক্ষ্মীং তৃণায় মন্যন্তে তদ্ভারেণ নমন্তি চ ॥ ২৬।

---

* 'সংসারের অনিত্যতা'—এ জগতে পুণ্যই চিরস্থায়ী, আর কিছুই চিরস্থায়ী নহে, ইহা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।

মহাত্মার কি বিচিত্র চরিত্র এ ভবে!
তৃণতুল্য জ্ঞান তাঁর অতুল বিভবে;
যতই ঐশ্বর্য্য তাঁর হয় হস্তগত,
ততই বিনয়ে তিনি হন অবনত। ২৬।

ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥ ২৭ ॥

পর-হিতে ধন প্রাণ যেই জন করে দান,
তাঁহাকেই এ জগতে বুদ্ধিমান্ বলি;
চিরদিন এই ভবে ধন প্রাণ নাহি রবে,
সুকার্য্যে সঁপিলে তবে সার্থক সকলি। ২৭।

পরদারান্ পরদ্রব্যং পরীবাদং পরস্য চ।
পরিহাসং গুরোঃ স্থানে চাপল্যং চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৮ ॥

পরপত্নী, পরদ্রব্য, করিবে বর্জ্জন,
পরনিন্দা কদাচ না করিবে কীর্ত্তন;
গুরুজন-সন্নিধানে হাস্য পরিহাস,
কিম্বা না করিবে কভু চাপল্য প্রকাশ। ২৮।

যদি নিত্যমনিত্যেন নির্ম্মলং মলবাহিনা।
যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেন্নু কিম্ ॥ ২৯ ॥

দিয়া এই মলাধার বিনশ্বর দেহ,
নিত্য নিরমল যশ লভে যদি কেহ;
তবে সেই ভাগ্যবান্ তুচ্ছ ধন দিয়া,
অক্ষয় অমূল্য নিধি লইল কিনিয়া। ২৯।

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।
নাঽসমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্ব্বমায়তনং ত্যজেৎ॥ ৩০ ॥

এক পা বাড়ায়ে পুন থামে বুদ্ধিমান্;
পরস্থান না দেখি' ছাড়ে না পূর্ব্বস্থান। ৩০।

শরীরস্য গুণানাং চ দূরমত্যন্তমন্তরম্।
শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ॥ ৩১ ॥

দেহে আর গুণে কভু তুলনা না হয়;
ক্ষণিক এ দেহ, গুণ প্রলয়েও রয়। ৩১।

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।
বঞ্চনং চাঽপমানং চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ॥ ৩২ ॥

অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহের দূষণ, *
প্রতারণা, মানহানি ঢাকে বিজ্ঞজন। ৩২।

ধনধান্যপ্রয়োগেষু তথা বিদ্যাগমেষু চ।
আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সদা ভবেৎ॥ ৩৩ ॥

ধন ধান্য ইত্যাদির ক্রয় বা বিক্রয়,
আর যাহে জ্ঞান বিদ্যা উপার্জ্জন হয়;
আহার অথবা যাহা লোকব্যবহার †,
এ সবে করিবে সদা লজ্জা পরিহার। ৩৩।

---

* 'গৃহের দূষণ'— আপনার ঘরের কলঙ্ক।

† 'লোকব্যবহার'—লোকের সহিত আদান, প্রদান, আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা, প্রভৃতি সদাচার। অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে

ধনিকঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

ধনী, রাজা, নদী, বৈদ্য, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
যে দেশে না আছে, তাহা করিবে বর্জ্জন। ৩৪।

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানো ন বৃত্তির্ন চ বান্ধবঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

জীবিকা, সম্মান, বিদ্যা, বন্ধু যথা নাই, *
সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে সবাই। ৩৫।

মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।
অন্যলক্ষিতকার্য্যস্য যতঃ সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৩৬ ॥

সঙ্কল্প করিবে যাহা নাহি প্রকাশিবে ;
অপরে জানিলে তাহে ব্যাঘাত ঘটিবে। ৩৬।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
শাস্ত্রপূতং বদেদ্বাক্যং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ৩৭ ॥

ফেলিবে চরণ, পথ হেরিয়া নয়নে,
পিবে জল নিরমল ছাঁকিয়া বসনে ;

কোনও প্রকার লজ্জা করিতে নাই। গুরুমহাশয় তোমাকে নির্ব্বোধ বলিবেন—এই লজ্জাভয়ে যদি তুমি তাঁহার নিকট পাঠ্য বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া না লও, তাহা হইলে তুমি চিরকাল মূর্খ হইয়া থাকিবে। আহারের সময় যদি লজ্জা করিয়া অল্প আহার কর, তোমারই অসুখ হইবে। ইত্যাদি।

* 'জীবিকা'—জীবনধারণের উপায়।

শাস্ত্রের সঙ্গত সদা বলিবে বচন,
মনঃপূত করি কার্য্য করিবে সাধন। ৩৭।

ঋণশেষোঽগ্নিশেষশ্চ ব্যাধিশেষস্তথৈব চ।
পুনশ্চ বর্দ্ধতে যস্মাৎ তস্মাচ্ছেষং ন কারয়েৎ॥ ৩৮॥

ঋণ, অগ্নি, আর ব্যাধি নিঃশেষ করিবে;
রাখিলে এদের শেষ পুনশ্চ বাড়িবে। ৩৮।

মূর্খা যত্র ন পূজ্যন্তে ধান্যং যত্র সুসঞ্চিতম্।
দম্পত্যোঃ কলহো নাস্তি তত্র শ্রীঃ স্বয়মাগতা॥ ৩৯॥

মূর্খগণে যেই স্থানে না পায় প্রশ্রয়,
যতনে সঞ্চিত সদা ধান্য যথা রয়;
স্ত্রীপুরুষে যথায় কলহ নাহি হয়,
আপনি কমলা তথা হয়েন উদয়। ৩৯।

অস্তি পুত্রো বশে যস্য ভৃত্যো ভার্য্যা তথৈব চ।
অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গস্থোঽসৌ মহীতলে॥ ৪০॥

তনয় যাহার সদা আজ্ঞাবহ হয়,
ভার্য্যা আর ভৃত্য সদা অনুরক্ত রয়;
অভাবেও সদা রয় তুষ্ট যার মন,
মর্ত্ত্যেও স্বর্গের সুখ ভুঞ্জে সেই জন। ৪০।

দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥ ৪১॥

দুঃশীলা যাহার ভার্য্যা, মিত্র শঠ অতি,
সমান উত্তর করে ভৃত্য যার প্রতি ;
আর যার সর্প সনে এক ঘরে বাস,
নিশ্চয় জানিবে তার অবশ্য বিনাশ। ৪১।

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চ প্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্॥ ৪২॥

পরম আরাধ্যা মাতা যার গৃহে নাই,
গৃহিণীর মুখে কটু বচন সদাই ;
গৃহ ছাড়ি' অরণ্যে সে করুক প্রস্থান,
তার পক্ষে গৃহ আর অরণ্য সমান। ৪২।

তে পুত্রা যে পিতুর্ভক্তাঃ স পিতা যস্তু পোষকঃ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ সা ভার্য্যা যত্র নির্বৃতিঃ॥ ৪৩॥

সেই পুত্র, পিতৃপদে দৃঢ় ভক্তি যার,
সেই পিতা, লন যিনি পালনের ভার ;
সেই মিত্র, সদা যেই বিশ্বাসভাজন,
সেই ভার্য্যা, শোক তাপ যে করে হরণ। ৪৩।

কোকিলানাং স্বরো রূপং নারীরূপং পতিব্রতম্।
বিদ্যা রূপং কুরূপাণাং ক্ষমা রূপং তপস্বিনাম্॥ ৪৪॥

কোকিল সুন্দর হয় সুমধুর রবে,
রমণী সুন্দর হয় সতীত্ব-গৌরবে ;
বিদ্যায় সুন্দর হয় কুরূপ যে নর,
মুনিগণ ক্ষমাগুণ থাকিলে সুন্দর। ৪৪।

অবিদ্যং জীবনং শূন্যং দিক্ শূন্যা চেদবান্ধবা।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা॥ ৪৫॥

বিদ্যাহীন জনের জীবন শূন্যময়,
বান্ধবহীনের চারি দিক্ শূন্য হয়;
পুত্র না থাকিলে তার শূন্য নিকেতন,
দরিদ্রের পক্ষে শূন্য সমস্ত ভুবন। ৪৫।

একমপ্যক্ষরং যং তু গুরুঃ শিষ্যং প্রবোধয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা সোঽনৃণী ভবেৎ॥ ৪৬॥

এক বর্ণ শিখে যদি গুরুর কৃপায়,
শিষ্য তাহে চির ঋণী থাকে তাঁর পায়;
হেন ধন নাহি ভবে, যা দিয়া তাঁহারে,
শিষ্য সেই ঋণ তাঁর শুধিবারে পারে। ৪৬।

গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাঽভ্যাগতো গুরুঃ॥ ৪৭॥

দ্বিজাতিগণের গুরু হন হুতাশন, *
সকল বর্ণের গুরু জানিবে ব্রাহ্মণ;
পতিই নারীর গুরু জানিবে নিশ্চয়,
গৃহাগত অতিথি সর্ব্বত্র গুরু হয়। ৪৭।

---

* ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণকে 'দ্বিজাতি', বা 'দ্বিজ' বলে। দুই বার জন্ম হয় বলিয়া ইহাঁরা ঐ নামে কথিত হয়েন। প্রথম মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম; দ্বিতীয় জন্ম উপনয়ন-সংস্কার। 'হুতাশন' অর্থাৎ অগ্নি, এই তিন বর্ণের গুরু অর্থাৎ উপাস্য দেবতা।

অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্॥ ৪৮ ॥

অতিদর্পে সবংশে মরিল দশানন,
অতিমানে সবংশে মরিল দুর্য্যোধন ;
অতিদানে রসাতলে বলির বন্ধন, *
বাড়াবাড়ি করিলেই নিশ্চয় পতন। ৪৮।

নির্গুণস্য হতং রূপং দুঃশীলস্য হতং কুলম্।
অসিদ্ধস্য হতা বিদ্যা অভোগেন হতং ধনম্॥ ৪৯ ॥

গুণ না থাকিলে রূপ নাহি শোভা পায়,
দুঃশীল হইলে তার কুলমান যায় ;
বৃথা তার বিদ্যা, যার নাহি সদাচার।
কৃপণ যে জন, ধন বৃথাই তাহার। ৪৯।

স জীবতি গুণা যস্য ধর্ম্মো যস্য স জীবতি।
গুণধর্ম্মবিহীনস্য জীবনং নিষ্প্রয়োজনম্॥ ৫০ ॥

গুণে ধর্ম্মে বিভূষিত হয় যেই জন,
সার্থক জানিবে ভবে তাহারি জীবন ;

---

* দৈত্যরাজ বলি বামনদেবের নিকট অত্যন্ত দানের অভিমান প্রকাশ করায় শেষে পাতালে বন্দী হন।

৪৮ নং শ্লোক।—"সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্"-এই অংশটির অন্বয় যথা,—অতি সর্ব্বম্ অন্তগর্হিতম্। অর্থ যথা,—'অতি',—অতি-মাত্র। 'অন্তগর্হিতম্'—'অন্তে' পরিণামে 'গর্হিত' অর্থাৎ অনিষ্ট-কর। যে বিষয়েই অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিবে, তাহাই পরিণামে অনিষ্টকর হইবে।

গুণহীন ধর্ম্মহীন হয় যেই জন,
জীবনধারণে তার কিবা প্রয়োজন ?। ৫০।

যুগান্তে প্রচলেন্মেরুঃ কল্পান্তে সপ্ত সাগরাঃ।
সাধবঃ প্রতিপন্নার্থা ন চলন্তি কদাচন॥ ৫১॥

মেরুও যুগান্তকালে হয় বিচলিত,
সিন্ধুও প্রলয়কালে হয় উছলিত ;
কিন্তু এ জগতে সাধু মহাত্মা সকলে,
সত্য হ'তে অণুমাত্র কভু নাহি টলে। ৫১।

দুর্লভং প্রকৃতং বাক্যং দুর্লভঃ ক্ষেমকৃৎ সুতঃ।
দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা দুর্লভঃ স্বজনঃ প্রিয়ঃ॥ ৫২॥

হিতকর মনোহর যথার্থ বচন,
মা বাপের হিতকারী সুশীল নন্দন ;
মনোমত ভার্য্যা আর প্রিয় বন্ধুজন,
দুর্লভ জানিবে ভবে এ চারি রতন। ৫২।

শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবো নহি সর্ব্বত্র চন্দনং ন বনে বনে॥ ৫৩॥

মাণিক না মিলে কভু সকল ভূধরে,
সকল করীর কুম্ভ মুক্তা নাহি ধরে ;
সব স্থানে কদাচ না মিলে সাধুজন,
সব বনে না জনমে সুরভি চন্দন। ৫৩।

সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।
তীর্থং ফলতি কালেন সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥ ৫৪॥

সাধুর দর্শনমাত্রে পুণ্য লাভ হয়,
তীর্থের অধিক সাধু জানিবে নিশ্চয় ;
ফলিতে তীর্থের ফল বিলম্ব হইবে,
সাধু-সঙ্গ-ফল কিন্তু সদ্যই ফলিবে। ৫৪।

কামধেনুগুণা বিদ্যা হ্যকালে ফলদায়িনী।
প্রবাসে মাতৃসদৃশী বিদ্যা গুপ্তং ধনং স্মৃতম্ ॥ ৫৫ ॥

নিজগুণে বিদ্যা কামধেনুর সমান,
অকালেও অভিমত ফল করে দান ;
প্রবাসে পালন করে জননীর প্রায়,
বিদ্যাই অমূল্য নিধি জানিবে ধরায়। ৫৫।

কুলীনৈঃ সহ সম্পর্কং পণ্ডিতৈঃ সহ মিত্রতাম্।
জ্ঞাতিভিশ্চ সমং মেলং কুর্ব্বাণো ন বিনশ্যতি ॥ ৫৬ ॥

সম্পর্ক কুলীন সনে সদা যার হয়, *
পণ্ডিতের সনে যার পরম প্রণয় ;
জ্ঞাতির সহিত যার মিল সদা রয়,
তাহার বিনাশ নাই জানিবে নিশ্চয়। ৫৬।

সৎসঙ্গঃ কেশবে ভক্তির্গঙ্গাম্ভসি নিমজ্জনম্।
অসারে খলু সংসারে ত্রীণি সারাণি ভাবয়েৎ ॥ ৫৭ ॥

ঈশ্বরে ভকতি, সাধুসনে সম্মিলন,
বিমল গঙ্গার জলে নিত্য নিমজ্জন ; †

* 'কুলীন'—সদ্বংশজাত সচ্চরিত্র ব্যক্তি।

† 'নিমজ্জন,'—ডুব দিয়া স্নান করা। নিত্য প্রত্যূষে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিলে শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল থাকে।

অসার সংসার মাঝে এই তিন সার,
ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ সুখ কিবা আছে আর ?। ৫৭।

ভোগার্থী চেৎ ত্যজেদ্ বিদ্যাং বিদ্যার্থী ভোগমুৎসৃজেৎ।
ভোগার্থিনঃ কুতো বিদ্যা ভোগো বিদ্যার্থিনঃ কুতঃ। ৫৮ ॥

বিলাসিতা যদি চাও, বিদ্যা পরিহর,
বিদ্যা যদি চাও, বিলাসিতা দূর কর;
কোথা তার বিদ্যালাভ ? বিলাসী যে জন,
কোথা তার বিলাসিতা ? বিদ্যা যার পণ * ।৫৮।

শান্তিতুল্যং তপো নাস্তি ন সন্তোষাৎ পরং সুখম্।
ন তৃষ্ণায়াঃ পরো ব্যাধির্ন চ ধর্ম্মো দয়াপরঃ। ৫৯।

শান্তির সমান তপ আর কিবা আছে ?
কিবা সুখ আছে আর সন্তোষের কাছে ?
তৃষ্ণার সমান ব্যাধি আর কিছু নাই †,
দয়ার সমান ধর্ম্ম দেখিতে না পাই। ৫৯।

দুর্ব্বলস্য বলং রাজা বালানাং রোদনং বলম্।
বলং মূর্খস্য মৌনিত্বং চৌরাণামনৃতং বলম্ ॥ ৬০ ॥

নরপতি একমাত্র দুর্ব্বলের বল,
বালকগণের বল রোদন কেবল;
মৌনই তাহার বল মূর্খ যেই হয়,
মিথ্যাই চোরের বল জানিবে নিশ্চয়। ৬০।

---

* 'বিলাসিতা',—ভোগসুখে আসক্তি; অর্থাৎ বেশ, ভূষা ও আহারাদি বিষয়ে লোভ থাকিলে বিদ্যাশিক্ষা হয় না।

† 'তৃষ্ণা,'—লোভ।

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি ॥ ৬১ ॥

নিশ্চিত ছাড়িয়া যেই অনিশ্চিতে যায় ;
এ কুল ও কুল সেই দুকুল হারায়। ৬১।

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা কন্যাদাতা তথৈব চ।
জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬২ ॥

জন্মদাতা, আর যিনি করেন পালন,
বিদ্যাদাতা, কন্যাদান করেন যে জন ;
আর যিনি ভয় হ'তে করেন রক্ষণ,
শাস্ত্রমতে পিতা হন এই পঞ্চ জন। ৬২।

আদৌ মাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা।
ধেনুর্ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৩ ॥

জননী, গুরুর পত্নী, রাজার গৃহিণী,
ব্রাহ্মণী, ধরণী, আর পালনকারিণী ;
পয়স্বিনী ধেনু যাঁর দুগ্ধ করি পান,
এই সপ্ত মাতা, ইহা শাস্ত্রের বিধান *। ৬৩।

সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্ শুনস্ত্রীণি গর্দ্দভাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেত চত্বারি কুক্কুটাদপি ॥ ৬৪ ॥

---

* 'ধরণী',—পৃথিবী অর্থাৎ জন্মভূমি। 'পালনকারিণী'—যিনি লালন পালন করেন, ধাই মা। 'পয়স্বিনী'—যিনি উত্তম দুগ্ধ দান করেন, সেরূপ 'ধেনু'—অর্থাৎ গাভী।

সিংহে এক, বকে এক, সারমেয়ে ছয়, *
গর্দ্দভেও আছে তিন শিক্ষার বিষয় ;
কুক্কুটেতে আছে চারি, কাকে পাঁচ আছে,
সে সব শিখিবে লোক এ সবার কাছে। ৬৪।

প্রভূতমল্পং কার্য্যং বা যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেণ তৎ কুর্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৫ ॥

অল্প বা বৃহৎ কার্য্য যা কিছু পড়িবে,
সর্ব্বপ্রযতনে তাহা সুসিদ্ধ করিবে ;
কেশরীর এই গুণ দেখিবে সদাই, †
তাহার নিকটে ইহা শিখিবে সবাই। ৬৫।

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতো জনঃ।
দেশকালোপপন্নানি সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ ॥ ৬৬ ॥

সমস্ত ইন্দ্রিয় অগ্রে করিয়া দমন,
থাকিবে নিশ্চলভাবে বকের মতন ;
উপযুক্ত অবসর বুঝিবে যখনি,
বিজ্ঞ জন নিজ কার্য্য সাধিবে তখনি। ৬৬।

বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনো গুণাঃ ॥ ৬৭ ॥

বহু-ভোজনের শক্তি, স্বল্পে তুষ্ট মন,
অকাতরে নিদ্রা, অতি শীঘ্র জাগরণ ;

---

* 'সারমেয়'—কুক্কুর। † 'কেশরী'—সিংহ।

শৌর্য্য আর প্রভুভক্তি, এ ছয় লক্ষণ,
শিখিবে কুক্কুর হ'তে করিয়া যতন। ৬৭।

অবিশ্রামং বহেদ্ ভারং শীতোষ্ণং চ ন বিন্দতি।
সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত গর্দ্দভাৎ ॥ ৬৮ ॥

কিবা শীত কিবা গ্রীষ্ম কিছু নাহি মানে,
অবিশ্রান্ত বহে ভার শ্রান্তি নাহি জানে ;
গর্দ্দভ সন্তোষে রয় সকল সময়,
শিখিবে তাহার কাছে এ তিন বিষয়। ৬৮।

লক্ষ্যৈকদৃষ্টিতাং ধার্ষ্ট্যং কালে কালে চ সংগ্রহম্।
অপ্রমাদমনালস্যং পঞ্চ শিক্ষেত বায়সাৎ ॥ ৬৯ ॥

পরিশ্রম, সতর্কতা, সময়ে সঞ্চয়,
লজ্জাভয়-পরিহার কার্য্যের সময় ;
আর সদা একদৃষ্টি লক্ষ্যের উপর,
কাকের এ পাঁচ গুণ শিখে বিজ্ঞ নর। ৬৯।

যুদ্ধং চ প্রাতরুত্থানং ভোজনং সহ বন্ধুভিঃ।
স্ত্রিয়মাপদ্গতাং রক্ষেৎ চতুঃ শিক্ষেত কুক্কুটাৎ ॥ ৭০ ॥

৬৯নং শ্লোক।—মূলে,—'ধার্ষ্ট্যম্' আছে। ধার্ষ্ট্য শব্দে ধৃষ্টতা, প্রগল্ভতা, সাহস ; এস্থলে ধার্ষ্ট্য শব্দে কর্ত্তব্য কর্ম্মে লজ্জাভয় পরিত্যাগ। 'লক্ষ্যৈকদৃষ্টিতাম্'—এই পাঠ নূতন সন্নিবেশিত হইল। কাকেরা লক্ষ্য বস্তুর দিকে একদৃষ্টেই চাহিয়া থাকে। 'সময়ে সঞ্চয়,'—কাকেরা যখন খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পায়, তখন অসময়ের জন্য কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া রাখে।

উষাকালে জাগরণ, শত্রুসনে রণ,
স্বদলে সকলে মিলি' একত্র ভোজন ;
প্রাণপণে স্ত্রীজাতির বিপদ-মোচন,
শিখিবে কুক্কুট হ'তে চারি সুলক্ষণ। ৭০।

কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্॥ ৭১॥

কৃতী পুরুষের কাছে কিবা গুরু ভার ?
ব্যবসায়ী যেই জন কিবা দূর তার ?
কি আছে বিদেশ তার বিদ্বান্ যে হয় ?
কেবা শত্রু তার যেই প্রিয়কথা কয় ? *। ৭১।

আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্॥ ৭২॥

সর্ব্ব বিপদের পথ ইন্দ্রিয় দুর্দ্দম,
সর্ব্ব সম্পদের পথ ইন্দ্রিয়-সংযম ; †

---

* কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি কোনও কার্য্যকেই ভার বোধ করেন না। 'ব্যবসায়ী' অর্থাৎ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাহসিক ব্যক্তি, স্বকার্য্যসাধনের জন্য কোনও স্থানকেই দূর বোধ করেন না। বিদ্বান্ ব্যক্তি কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্রই তুল্য সমাদরে বাস করেন। মিষ্টভাষী সুশীল ব্যক্তিকে সকলেই ভালবাসে, কেহই তাঁহার শত্রু হয় না।

† কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুকে দমন না করিলে লোকে বিপদে পতিত হয়, এবং ঐ সকল দমন করিতে পারিলে সম্পদ লাভ করিতে পারে।

এই দুই পথ তুমি জানিও নিশ্চয়,
সেই পথে চল ! যাহে ইষ্টলাভ হয়। ৭২।

ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্ ॥ ৭৩॥

বিদ্যার সমান মিত্র আর কেহ নাই,
রোগের সমান শত্রু দেখিতে না পাই ;
স্নেহের সামগ্রী কেবা সন্তান-সমান,
দৈব হ'তে শ্রেষ্ঠ বল নাহি বিদ্যমান। ৭৩।

সমুদ্রাবরণা ভূমিঃ প্রাকারাবরণং গৃহম্।
নরেন্দ্রাবরণো দেশশ্চরিত্রাবরণাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

ধরণীর আবরণ পারাবারগণ,
ভবনের আবরণ প্রাচীর-বেষ্টন ;
সমস্ত দেশের নরপতি আবরণ,
রমণীর আবরণ সতীত্ব আপন *। ৭৪।

পরোপকরণং যেষাং জাগর্ত্তি হৃদয়ে সতাম্।
নশ্যন্তি বিপদস্তেষাং সম্পদঃ স্যুঃ পদে পদে ॥ ৭৫ ॥

---

* 'পারাবারগণ'—সমুদ্র সকল। সমুদ্র সকল, ধরণী অর্থাৎ পৃথিবীর, আবরণ, অর্থাৎ পৃথিবীর চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতেছে। গৃহের চারি দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর থাকিলে, তন্মধ্যে দস্যু তস্করাদি সহসা প্রবেশ করিতে পারে না ; এজন্য, প্রাচীর গৃহের আবরণ অর্থাৎ রক্ষার উপায়। রাজা, দেশের আবরণ অর্থাৎ রক্ষক। নিজ সতীত্বই নারীগণের আবরণ অর্থাৎ রক্ষার উপায় ; স্ত্রীগণ নিজ সতীত্ববলেই সমস্ত বিপদ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারে।

পর-উপকার সদা জাগে যাঁর মনে,
তিনিই যথার্থ সাধু জানিবে ভুবনে ;
আপদ বিপদ তাঁর কিছু নাহি রয়,
পদে পদে অতুল সম্পদ লাভ হয়। ৭৫।

প্রিয়বাক্যপ্রদানেষু সর্ব্বে তুষ্যন্তি জন্তবঃ।
তস্মাৎ তদেব বক্তব্যং বচনে কিং দরিদ্রতা॥ ৭৬॥

কহিবে সরল মনে সুমিষ্ট বচন,
সুমিষ্ট বচনে তুষ্ট হয় সর্ব্ব জন ;
মিষ্ট কথা কহিতে ত কষ্ট কিছু নাই,
তবে কেন না কহিবে মিষ্টই সদাই ?। ৭৬।

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্ককাষ্ঠং চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে ন তু নম্যতে॥ ৭৭॥

ফলভরে ফলবান্ বৃক্ষ নম্র হয়,
নিজ গুণে গুণিগণ নম্র সদা রয় ;
কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠ আর মূর্খ যেই জন,
ভাঙ্গে তবু নম্র নাহি হয় কদাচন। ৭৭।

যথা খাত্বা খনিত্রেণ ভূতলে বারি বিন্দতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি॥ ৭৮॥

বহু কষ্টে ভূমিতল করিলে খনন,
তবে তাহা হ'তে লভে সলিল যেমন ;
তেমনি একান্ত ভাবে করিলে সাধন,
তবে শিষ্য গুরু হ'তে লভে বিদ্যাধন। ৭৮।

অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ॥ ৭৯॥

অনিত্য এ দেহ নাহি চিরদিন রবে,
অনিত্য বিভব সব জানিবে এ ভবে;
নিত্যই জানিবে মৃত্যু নিকটেই রয়,
ইহা ভাবি' কর সদা পুণ্যের সঞ্চয়। ৭৯।

নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্॥ ৮০॥

বিদ্যার সমান আর নাহিক নয়ন,
সত্যের সমান নাই তপের সাধন;
রাগের সমান দুঃখ আর কিছু নাই, *
ত্যাগের সমান সুখ দেখিতে না পাই। ৮০।

পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥ ৮১॥

পুথিগত বিদ্যা, ধন পরহস্তে যার;
কার্য্যকালে সে বিদ্যা সে ধন নহে তার †। ৮১।

বৃত্তেন রক্ষ্যতে ধর্ম্মো বিদ্যা যোগেন রক্ষ্যতে।
সুনীত্যা রক্ষ্যতে রাজা সদ্গৃহিণ্যা তথা কুলম্॥ ৮২॥

---

* 'রাগ'—সংসারের বস্তুতে অত্যন্ত আসক্তি, তৃষ্ণা, লোভ। 'ত্যাগ'—লোভকে পরিত্যাগ করা।

† পঠিত শাস্ত্র যদি স্মরণ না থাকে, এবং নিজের ধন যদি পরের হস্তে থাকে, তবে প্রয়োজনের সময় সে বিদ্যা ও সে ধন থাকা আর না থাকা সমান।

সদাচার না থাকিলে ধর্ম্ম নাহি রয়,
আলোচনা না থাকিলে বিদ্যা পায় ক্ষয় ;
গৃহিণীর গুণ বিনা গৃহ নষ্ট হয়,
রাজার বিনয় বিনা রাজ্য নাহি রয়। ৮২ ॥

প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানে হি সন্তি রাজ্ঞস্ত্রয়ো গুণাঃ।
যশঃ স্বর্গনিবাসশ্চ বিপুলশ্চ ধনাগমঃ॥ ৮৩ ॥

অতুল বৈভব আর অতুল সম্মান,
পরকালে সুখময় সুরপুরে স্থান ;*
এই তিন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তাঁর,
যে রাজা সুবিজ্ঞ জনে দেন কার্য্যভার। ৮৩।

মূর্খে নিযোজ্যমানে তু ত্রয়ো দোষা মহীপতেঃ।
অযশশ্চার্থনাশশ্চ নরকে গমনং তথা ॥ ৮৪ ॥

ইহকালে অপযশ আর অর্থনাশ,
পরকালে ঘোরতর নরকে নিবাস ;
এই তিন অমঙ্গল ঘটে সে রাজার,
মূর্খের উপরে যিনি দেন কার্য্যভার। ৮৪।

বহুভির্মূর্খসংঘাতৈরন্যোন্যপশুবৃত্তিভিঃ।
প্রচ্ছাদ্যন্তে গুণাঃ সর্ব্বে মেঘৈরিব দিবাকরঃ॥ ৮৫ ॥

পশুতুল্য কদাচার বহু মূর্খ জন,
যাহারে নিয়ত থাকে করিয়া বেষ্টন ;
সে রাজার সব গুণ ঢাকা পড়ে যায়,
মেঘের আড়ালে সূর্য্যকিরণের প্রায়। ৮৫।

---

* 'সুরপুরে',—স্বর্গে।

বরং প্রাণপরিত্যাগো মানভঙ্গেন জীবনাৎ।
প্রাণত্যাগে ক্ষণং দুঃখং মানভঙ্গে দিনে দিনে ॥ ৮৬ ॥

মান গেলে কিবা ফল ধরিয়া জীবন?
তা হ'তে বরঞ্চ ভাল প্রাণ বিসর্জ্জন;
মরণ ক্ষণৈকমাত্র কষ্টের কারণ,
মাননাশে চিরদিন কষ্ট অনুক্ষণ। ৮৬।

সা ভার্য্যা যা শুচির্দক্ষা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রীতা সা ভার্য্যা যা প্রিয়ংবদা ॥ ৮৭ ॥

পতিই যাঁহার ব্রত, পতিই জীবন,
শুচি যাঁর দেহ মন, সুমিষ্ট বচন;
সমস্ত গৃহের কার্য্য পরিপাটি যাঁর,
'ভার্য্যা'-নাম যথার্থই উপযুক্ত তাঁর। ৮৭।

সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং নিত্যং সুখমরোগিণঃ।
ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ প্রিয়া যস্য তস্য নিত্যোৎসবং গৃহম্ ॥ ৮৮ ॥

নিত্যই স্বচ্ছল অন্ন কৃষকের ঘরে,
নিত্যই দেখিবে সুখ রোগহীন নরে;
গুণবতী সতী ভার্য্যা লভে যেই জন,
নিত্যই উৎসবময় তাহার ভবন। ৮৮।

হেলা স্যাৎ কার্য্যনাশায় বুদ্ধিনাশায় নিঃস্বতা।
যাচ্ঞা স্যান্মাননাশায় কুলনাশায় কুক্রিয়া ॥ ৮৯ ॥

অবহেলাদোষে সব কার্য্য হয় নাশ,
দারিদ্র্যে বিনষ্ট হয় বুদ্ধির বিকাস;

ভিক্ষায় কদাচ মান নাহি রক্ষা পায়,
কুক্রিয়া করিলে তার কুল-কীর্ত্তি যায়। ৮৯।

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে ॥ ৯০ ॥

ছায়া আর ফল যাহে আছে এ উভয়,
সেই তরুবর সবে করিবে আশ্রয় ;
দৈবাৎ যদ্যপি ফল নাহি মিলে তায়,
সুশীতল ছায়া তার কেহ না ঘুচায়। ৯০।

প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনম্।
তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি ॥ ৯১ ॥

না শিখিল বাল্যকালে বিদ্যা যেই জন,
যৌবনে যে না করিল ধন-উপার্জ্জন ;
না হইল বৃদ্ধকালে ধর্ম্মকর্ম্ম যার,
সে জন অন্তিমকালে কি করিবে আর ?। ৯১।

ক্ষময়া দয়য়া প্রেম্না সূনৃতেনার্জ্জবেন চ।
বশীকুর্য্যাৎ জগৎ সর্ব্বং বিনয়েন চ সেবয়া ॥ ৯২ ॥

ক্ষমা, দয়া, সরলতা, ভকতি, বিনয়,
সর্ব্বজীবে অকপট হৃদয়ে প্রণয় ;
সূনৃত বচন আর পর-উপকার,
এ-সবে করিবে বশ সকল সংসার। ৯২।

শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ শক্যা জেতুং ন সংশয়ঃ।
ন হি কিঞ্চিদসাধ্যং বৈ লোকে শীলবতাং ভবেৎ ॥ ৯৩ ॥

স্বচরিত্রে সর্ব্বলোক বশীভূত হয় ;
স্বচরিত্রে সর্ব্বসিদ্ধি জানিবে নিশ্চয়। ৯৩।

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থং চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীতইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥৯৪॥

অজর অমর জ্ঞান করি আপনারে,
বিজ্ঞজন বিদ্যা অর্থ চিন্তিবে সংসারে ;
মৃত্যু যেন কেশে আসি করেছে ধারণ,
ইহা ভাবি করিবে সে ধর্ম্ম আচরণ *। ৯৪।

জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্ ॥ ৯৫ ॥

জ্ঞাতিগণে নাহি পারে করিতে বণ্টন,
তস্করেও নাহি পারে করিতে হরণ ;
নাহি ক্ষয়, বৃদ্ধি হয়, যত কর দান,
কি আছে অমূল্য নিধি বিদ্যার সমান ?। ৯৫।

অনেকসংশয়চ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনম্।
সর্ব্বস্য লোচনং জ্ঞানং যস্য নাস্ত্যন্ধএব সঃ ॥ ৯৬ ॥

* 'অজর'—যাহার জরা অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা নাই। 'অমর'—যাহার মৃত্যু নাই। অর্থাৎ রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যুর ভয় পরিত্যাগ করিয়া অটল ভাবে বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জন করিবে ; কিন্তু মৃত্যুকে যেন সম্মুখে উপস্থিত ভাবিয়া ধর্ম্মের সাধনা করিবে, কারণ, মৃত্যু নিকটে জানিলে ধর্ম্ম ভিন্ন আর পাপে মতি হয় না।

মনের সংশয় সব যে করে হরণ,
পরোক্ষ বিষয় যাহে হয় দরশন ; *
একমাত্র সেই জ্ঞান সবার নয়ন,
সে নয়ন নাহি যার অন্ধ সেই জন। ৯৬।

অন্তঃপুরে পিতৃতুল্যং মাতৃতুল্যং মহানসে।
গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ ॥ ৯৭ ॥

পিতৃতুল্য জনে দিবে অন্তঃপুর-ভার,
মাতৃতুল্যে দিবে ভার রন্ধন-শালায় ;
গো-সেবায় নিয়োজিবে আত্মতুল্য জন,
কৃষিকার্য্যে আপনিই করিবে গমন। ৯৭।

প্রবিচার্য্যোত্তরং দেয়ং সহসা ন বদেৎ ক্বচিৎ।
শত্রোরপি গুণা গ্রাহ্যা দোষাস্ত্যাজ্যা গুরোরপি ॥ ৯৮ ॥

উত্তর করিবে অগ্রে বিচার করিয়া,
কহিবে সকল কথা বুঝিয়া সুঝিয়া ;
শত্রুতেও ভাল গুণ থাকিলে লইবে,
গুরুতেও দোষ যদি থাকে, না শিখিবে †। ৯৮।

---

* 'পরোক্ষ'—যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি দ্বারা জানিতে পারা যায় না।

† শত্রুরও যদি কোনও সদ্‌গুণ দেখিতে পাও, তাহা সাদরে শিক্ষা করিও, এবং গুরুজনেরও চরিত্রে কোনও দোষ থাকিলে, তাহা শিক্ষা করিও না। অর্থাৎ গুণ যে পাত্রেই থাকুক, শিক্ষা করিবে, এবং দোষ যে পাত্রেই থাকুক, পরিত্যাগ করিবে।

নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎস্বপি ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥ ৯৯॥

না করে বাসনা যেই অসাধ্য বিষয়,
বিনষ্ট বিষয়ে যার শোক নাহি হয়;
বিপদেও বুদ্ধি যার স্থিরভাবে রয়,
যথার্থ পণ্ডিত সেই জানিবে নিশ্চয়। ৯৯।

মনস্যন্যদ্ বচস্যন্যৎ কর্ম্মণ্যন্যদ্ দুরাত্মনাম্।
মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেকং মহাত্মনাম্॥ ১০০।

দুরাত্মার মনে এক, মুখে বলে আর,
কাজে তার বিপরীত দেখিবে আবার;
মহাত্মার মনে যাহা, বচনেও তাই,
কাজেও দেখিবে তাহা, ভিন্নভাব নাই। ১০০।

আ জীবনান্তাৎ প্রণয়াঃ কোপাস্তৎক্ষণভঙ্গুরাঃ।
পরিত্যাগাশ্চ নিঃসঙ্গা ভবন্তি হি মহাত্মনাম্॥ ১০১॥

যাবৎ জীবন কভু টলে না প্রণয়,
দৈবাৎ হ'লেও ক্রোধ ক্ষণেক না রয়,
নিষ্কাম হৃদয়ে সদা স্বার্থ-বিসর্জ্জন, *
মহাত্মার এসকল জানিবে লক্ষণ। ১০১।

পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য স্বর্গ ইহৈব হি॥ ১০২॥

---

* 'নিষ্কাম হৃদয়ে'—নিঃস্বার্থভাবে, অর্থাৎ নিজে কোনও লাভের প্রত্যাশা না করিয়া। 'স্বার্থ-বিসর্জ্জন,'—পরোপকারের জন্য নিজের ক্ষতি স্বীকার করা।

শক্রর প্রতিও যাঁর মিত্র-ব্যবহার,
নিষ্ঠুরভাষীর প্রতি প্রিয় বাক্য যাঁর ;
স্নেহরসে আর্দ্র সদা যাঁহার হৃদয়,
মর্ত্ত্যই তাঁহার স্বর্গ জানিবে নিশ্চয় *। ১০২।

শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥ ১০৩॥

এ সংসারে কত শত ভয় অগণন,
সহস্র সহস্র আছে শোকের কারণ ;
মূঢ়ই তাহাতে নিত্য হয় আকুলিত,
পণ্ডিত কিছুতে নাহি হন বিচলিত। ১০৩।

লঘূনামপি সত্ত্বানাং সমবায়ো রিপুঞ্জয়ঃ।
বর্ষাধারাধরো মেঘস্তৃণৈরপি নিবার্য্যতে॥ ১০৪॥

দুর্ব্বল জাতিও যদি সম্মিলিত হয়,
প্রবল শক্রও তারা করে পরাজয় ;
অসার তৃণও যদি সম্মিলিত রয়,
প্রবল বর্ষার ধারা নিবারে নিশ্চয় †। ১০৪।

---

* 'মর্ত্ত্য,'—এই পৃথিবী ; এই পৃথিবীতেই তিনি স্বর্গের সুখ উপভোগ করেন।

† দেশের লোক যতই দুর্ব্বল হউক না কেন, যদি তাহারা সকলেই দৃঢ়ভাবে মিলিত হয়, তবে প্রবল শক্রও সে দেশ জয় করিতে পারে না ; দেখ! তৃণ অর্থাৎ খড় কত অসার বস্তু, কিন্তু অনেকগুলি তৃণ একত্র করিয়া ঘরের চাল বাঁধিলে, প্রবল বৃষ্টিও সে ঘরের হানি করিতে পারে না।

হস্তস্য ভূষণং দানং সত্যং কণ্ঠস্য ভূষণম্।
কর্ণস্য ভূষণং শাস্ত্রং ভূষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥ ১০৫॥

দানকেই কর সদা হস্তের ভূষণ,
কণ্ঠের ভূষণ কর সূনৃত বচন;
গুরু-উপদেশ কর কর্ণের ভূষণ,
অপর ভূষণে আর কিবা প্রয়োজন? *। ১০৫।

দানেন পাণির্ন তু কঙ্কণেন
স্নানেন শুদ্ধির্ন তু চন্দনেন।
মানেন তৃপ্তির্ন তু ভোজনেন
জ্ঞানেন মুক্তির্ন তু মুণ্ডনেন। ১০৬।

দানেই হস্তের শোভা, না হয় কঙ্কণে,
স্নানেই দেহের শুদ্ধি, না হয় চন্দনে;
মানেই মনের তৃপ্তি, না হয় ভোজনে,
জ্ঞানেই জানিবে মুক্তি, না হয় মুণ্ডনে †। ১০৬।

---

* 'দানকে হস্তের ভূষণ কর' অর্থাৎ দীনদুঃখীকে সর্ব্বদা হাত তুলিয়া দান কর। 'সূনৃত' অর্থাৎ সত্য ও প্রিয় বাক্য, 'কণ্ঠের ভূষণ কর' অর্থাৎ সর্ব্বদা সকলকে সত্য ও প্রিয় কথা বালও। 'গুরু-উপদেশ কর্ণের ভূষণ কর' অর্থাৎ গুরুজনের উপদেশ সর্ব্বদা সাদরে শ্রবণ ও ধারণ কর।

† 'কঙ্কণ'—স্বর্ণাদিনির্ম্মিত হস্তের অলঙ্কারবিশেষ; অর্থাৎ বহুমূল্য অলঙ্কার পরিলে হাতের গৌরব বাড়ে না, হাত তুলিয়া দান করিলেই গৌরব বাড়ে। চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য লেপন করিলে শরীর নির্ম্মল হয় না, পরিষ্কার জলে স্নান করিলেই শরীর নির্ম্মল হয়। উত্তম উত্তম খাদ্য ভোজন করিলে মনের তৃপ্তি হয় না, সুচরিত্র গুণে সকলের নিকট সম্মানিত হইয়া থাকিলেই মনের

তৃণং ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গস্তৃণং শূরস্য জীবিতম্।
জিতাক্ষস্য তৃণং নারী নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ॥ ১০৭ ॥

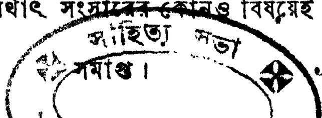
তত্ত্বজ্ঞানী স্বর্গভোগ করে তৃণজ্ঞান,
বীরের নিকটে প্রাণ তৃণের সমান ;
জিতাত্মা ইন্দ্রিয়সুখ করে তৃণজ্ঞান,
নিস্পৃহের এ জগৎ তৃণের সমান *। ১০৭।

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি ॥ ১০৮ ॥

যাহার নিজের ঘটে বুদ্ধি নাহি রয়,
শাস্ত্র-উপদেশে তার কিবা ফলোদয় ?
দুইটি নয়নে হীন হয় যেই জন,
কি ফল তাহার কাছে ধরিয়া দর্পণ ?। ১০৮।

তৃপ্তি হয়। 'মুণ্ডন'—মাথা মুড়ান ; অর্থাৎ যাহার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, সে ব্যক্তি মস্তকমুণ্ডন প্রভৃতি ধর্ম্মের ভেক ধরিলে মুক্তিলাভ করে না, যাহার প্রকৃত জ্ঞান জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তিই সংসারের সকল দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে।

* 'তত্ত্বজ্ঞানী'—যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ জানিয়াছেন ; অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের প্রেমে নিমগ্ন হইয়া সদাই পরমানন্দ উপভোগ করেন, তিনি স্বর্গসুখকেও তুচ্ছজ্ঞান করেন। বীরপুরুষ মানরক্ষার জন্য প্রাণকেও তৃণতুল্য পরিত্যাগ করেন। 'জিতাত্মা'—যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপু জয় করিয়াছেন, তিনি ইন্দ্রিয়সুখকে তৃণজ্ঞান করেন। 'নিস্পৃহ'—অর্থাৎ যিনি সংসারের মায়া কাটাইয়াছেন, তিনি জগতের সমস্ত প্রলোভনকেই তুচ্ছবোধ করেন, অর্থাৎ সংসারের কোনও বিষয়েই আর মুগ্ধ হয়েন না।



সমাপ্ত।